পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

২৪৯, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

রাজ্য, জেলা ও ইউনিট কমিটিগুলির সকল সদস্যদের প্রতিঃ

###########

বিশেষ সার্কুলার

###########

প্রিয় সাথিবৃন্দ,

১৬ই এপ্রিল'২৩ মুন্সীমোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে রাজ্য দপ্তরে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়'। মোট ১৫ জন সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় সভা হয়। মূলত, আগামী দিনের করণীয় এবং বিগত দিনের, বিশেষত গৌরবের চল্লিশ বছরের একাধিক কর্মসূচির জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা অধিকাংশ সদস্যরা লিখিতভাবে উপস্থিত করেন। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে সমালোচনা- আত্মসমালোচনা মূলক সংগঠনের বর্তমান বাস্তবিক চেহারা এবং দৈন্যতা অতিক্রমের পথ খোঁজা। এ সম্পর্কিত বিষয়কে চূড়ান্ত রূপ দিতেই রাজ্য কমিটির বিশেষ সভা (২৩ এপ্রিল) ডেকেও অনিবার্য কারণে পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর জন্য আমরা পরবতীর্তে সভার তারিখ এবং সময় জানিয়ে দেওয়া হবে । যাইহোক সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় নিম্নোক্ত গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে সকলকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি।

১| শিক্ষানাশা 'নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে হবে। এ সম্পর্কিত বিষয়ে মে মাসের মাঝামাঝি একটি আলোচনা সভা কেন্দ্রীয়ে ভাবে হবে পাশাপাশি ভাবে জেলা কমিটি গুলি নিজেদের মতো করে কর্মসূচী নেবার আহ্বান করা হচ্ছে। এখনো পযন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ সেমিনার করেছে। বাকি জেলার গুলির কোনো রিপোর্ট রাজ্যে নেই। রাইট টু এডুকেশন ফোরামের ব্যানারে (আমাদের ইউনিয়ন যুক্ত) আগামী ২৫ এপ্রিল দুপুর ২টায় কলেজ স্ট্রিটে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সভায় আমন্ত্রিত হিসাবে আমাদের যোগদান করতে হবে।

২| সাংগঠনিক বিষয়ে এজেন্ডা দিয়ে এ মাসের মধ্যেই জেলা ও ইউনিট কমিটিগুলি বিগত কমসূচীর পর্যালোচনা শীর্ষক সভা করে তার লিখিত রিপোর্ট রাজ্যে দপ্তরে জমা দিতে হবে।

৩| গৌরবের ৪০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে জেলা কমিটি গুলোকে রাজ্য কাউন্সিল সদস্য পিছু যে কোটা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল , যে সমস্ত জেলাগুলি এখনো অর্থ জমা করেননি অবিলম্বে তাদের কোটার নির্দিষ্ট অর্থ রাজ্য দপ্তরের মে মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং সেই অর্থ রাজ্য কাউন্সিল সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে ১০০০/- টাকা করে দিতে হবে । কোটা, হিসাব, চেক-মুড়ি, আর দেরী না করে ৩১ মে এর মধ্যে জমা দিতে হবে। জেলা ভিত্তিক সভ্য চাঁদা এবং বিশেষ অনুদানের অর্থ জমা করতে হবে। রাজ্যকমিটির সদস্যদের মাসে ৫০ টাকা করে ব্যক্তিগতভাবে দিতে হবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা ৩১ শে মে এর মধ্যে রাজ্য দপ্তরে জমা করতে হবে।

৪| আগামী ৩০শে এপ্রিল, রবিবার,কৃষ্ঙপদ ঘোষ, মেমোরিয়াল হলে, শিয়ালদহ, কলকাতা, রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষাকর্মীদের ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। এই কনভেনশনে অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের বা তাঁর পরিবারের পেনশন ভোগী ব্যক্তিকে উপস্থিত করার দায়িত্ব জেলা কমিটির নেতৃত্বকে নিতে হবে। জেলা পিছু অন্তত ১০ জন উপস্থিত থাকলে কনভেনশন সফল হবে।

৫| আয়ুধ সাব কমিটির সভা আগামী ২৬ এপ্রিল হবে। দুপুর দেড়টায়।

৬| এক্সেল ফরমাটে কর্মচারী বন্ধুদের নামের তালিকা পূরণ করতে হবে।

৭| কলেজ সার্ভিস কমিশন ও ডি পি আই-কে স্মারক লিপি দেওয়া হবে। তারিখ পরে দ্রুত জানানো হবে।

৮) বিশ্ববিদ্যালয় গুলি যেভাবে কলেজগুলির উপর একতরফা ভাবে কাজের বোঝা চাপাচ্ছে সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণে জেলা কমিটিগুলি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সাব কমিটি গুলিকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সভা করে তারিখ সময় এবং নির্দিষ্ট দাবি পত্রকে তৈরি করতে হবে।

৯) বর্তমান রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকার কর্মচারীদের কণ্ঠ রোধ করবার জন্য যে অন্যায় পথ গ্রহণ করে চলেছে তার উপযুক্ত জবাব দিতে একদিকে যেমন আন্দোলন সংগ্রামের অপরদিকে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্য প্রস্তুত করতে আইন সাব কমিটি সভা দ্রুত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১০) আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে শিক্ষা কর্মী বন্ধুদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১১) মৃতপোষ্যের সন্তানের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ের যে জটিলতা রাজ্য সরকার না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমাদের লড়াই আরও শক্তিশালী করতে হবে।একদিকে লড়াই সংগ্রাম অন্য দিকে আইনী পদক্ষেপ করতে উপযুক্ত তথ্যের প্রয়োজন। সেই জন্য জেলা কমিটি গুলি নিজ নিজ জেলার কলেজ থেকে নামের তালিকা প্রস্তুত করে রাজ্য দপ্তরে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১২) অস্থায়ী শিক্ষা কর্মী বন্ধুদের সাব কমিটির সভা দ্রুত করতে হবে । এই বিষয়ে অস্থায়ী শিক্ষা কর্মী সাব কমিটির যুগ্ম কনভেনারদের উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৩) রাজ্য দপ্তরের সক্রিয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অফিস সাব কমিটিকে দ্রুত সভা করে নির্দিষ্ট কাজের বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

নজিরবিহীন গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে সকলে সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভাল থাকবেন।

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ

সুব্রত চক্রবর্তী,

সাধারণ সম্পাদক